أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ই)

www.motaher21.net

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوٰت

আল্লাহ্‌র পথে নিহতদের মৃত বলো না,

Say not of those who are slain in the way of Allah.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৫৪

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা থাকে না।

১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর:

শহীদ-গণের রয়েছে নি ‘য়ামতপূর্ণ জীবন

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘মহান আল্লাহ্‌র পথে শহীদ ব্যক্তিগণকে তোমরা মৃত বলোনা। বরং তাঁরা এমন জীবন লাভ করেছে যা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।’ তারা ‘বারযাখী’ জীবন অর্থাৎ মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশ লাভ করেছে এবং সেখানে তাঁরা আহার্য পাচ্ছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছেঃ

"إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل مُعَلَّقة تحت العرش، فاطَّلع عليهم ربك اطِّلاعَة،فقال :ماذا تبغون؟ فقالوا :يا ربنا، وأيّ شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يُتْرَكُون من أن يسألوا، قالوا :نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا، فنقاتل في سبيلك، حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة -فيقول الرب جلّ جلاله :إني كتبتُ أنَّهم إليها لا يرجعون".

‘শহীদগণের আত্মাগুলো সবুজ রঙের পাখিসমূহের দেহের ভিতর রয়েছে এবং তারা জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, অতঃপর তারা ‘আরশের নীচে ঝুলন্ত বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের প্রভু তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘এখন তোমরা কি চাও?’ তারা উত্তরে বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আপনি তো আমাদের ঐ সব জিনিস দিয়েছেন যা অন্য কাউকেও দেননি। সুতরাং এখন আর আমাদের কোন জিনিসের প্রয়োজন হবে?’ তবুও পুনরায় একই প্রশ্ন করা হয়। যখন তারা দেখে যে, অব্যহতি হচ্ছে না, তখন তারা বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনার পথে আবার যুদ্ধ করে পুনরায় শাহাদাত বরণ করে আপনার নিকট ফিরে আসবো। এর ফলে আমরা শাহদাতের দ্বিগুণ মর্যাদা লাভ করবো।’ প্রবল প্রতাপান্বিত রাব্ব তখন বলেনঃ ‘এটা হতে পারে না। আমি তো এটা লিখেই দিয়েছি যে, কেউই মৃত্যুর পর আর দুনিয়ায় ফিরে যাবেনা।’ (মুসলিম ৩/১২১/১৫০২, জামি ‘ তিরমিযী ৫/২১৫/৩০১১, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৯৩৬/২৮০১, সুনান দারিমী ২/২৭১/২৪১০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

‘আবদুর রহমান ইবনে কা ‘ব ইবনে মালিক (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"(2) نَسَمَةُ المؤمن طائر تَعْلَقُ في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه"

‘মু’ মিনদের রুহ একটি পাখি যা জান্নাতের কাছে অবস্থান করে এবং কিয়ামতের দিন সে নিজের দেহে ফিরে আসবে। (হাদীস সহীহ। মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৫৫, ৪৬০, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-১/৪৯/২৪০, সুনান নাসাঈ-৪/৪১৪/২০৭২, জামি ‘ তিরমিযী ৪/১৫১/১৬৪১, সুনান ইবনে মাজাহ-২/১৪২৮/৪২৭১) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মু’ মিনদের আত্মা সেখানে জীবিত রয়েছে। কিন্তু শহীদগণের আত্মার এক বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদেরকে মৃত বললে

ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীলও। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতেও থাকে।

প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বা কবরে বিশেষ ধরণের এক প্রকার হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব ভোগ করে থাকে। তবে সে জীবনের হাকীকত আমরা জানি না। যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন, তাদেরকে শহীদ বলা হয়। তাদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনের অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “শহীদগণের রূহ সবুজ পাখীর প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। তারপর তারা আরশের নীচে অবস্থিত কিছু ঝাড়বাতির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন তাদের রব তাদের প্রতি এক দৃষ্টি দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি চাও? তারা বলে হে রব! আমরা কি চাইতে পারি? আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তো আপনি আপনার কোন সৃষ্টিকে দেন নি? তারপরও তাদের রব আবার তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন করেন। যখন তারা বুঝল যে, তারা কিছু চাইতেই হবে, তখন তারা বলে, আমরা চাই আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ফেরৎ পাঠান, যাতে আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হতে পারি। শহীদগণের সাওয়াবের আধিক্য দেখেই তারা এ কথা বলবে- তখন তাদের মহান রব তাদের বলবেন, আমি এটা পূর্বে নির্ধারিত করে নিয়েছি যে, এখান থেকে আর ফেরার কোন সুযোগ নেই। " [মুসলিম: ১৮৮৭]

তবে সাধারণ নিয়মে শহীদদেরকে মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে (لَاتَشْعُرُوْنَ) (তোমরা বুঝতে পার না) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি। এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, শহীদেরা পার্থিব জীবনের মত জীবিত নন। তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশেষ এক জীবন বরযখে দিয়েছেন, যার হাকীকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

১৫৫ নং আয়াতে

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوٰلِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِينَ

তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি এসবের কোনকিছুর দ্বারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবো। ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো।

১৫৬ নং আয়াত।

الَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ

নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে, ‘আমরা মহান আল্লাহ্‌রই। আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ’ ।

১৫৭ নং আয়াত।

أُولَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।

১৫৫ ও ১৫৭ নং আয়াতের তাফসীর:

মু’ মিনগণ বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকেন

অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অবশ্যই পরীক্ষা করে থাকেন। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ١ۙ وَ نَبْلُوَاَ اَخْبَارَكُمْ﴾

‘আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতোক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি।’ (৪৭ নং সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ৩১) কখনো পরীক্ষা করেন উন্নতি ও মঙ্গলের দ্বারা, আবার কখনো পরীক্ষা করেন অবনতি, অমঙ্গল, ভয় ও ক্ষুধা তথা অভাব দ্বারা। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ﴾ ‘ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে মহান আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।’ (১৬ নং সূরা নাহল, আয়াত নং ১১২)

আয়াতের ভাবার্থ এই যে, সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধনমালের ঘাটতি, কিছু প্রাণের হ্রাস অর্থাৎ নিজের ও অপরের, আত্মীয়-স্বজনের এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু, কখনো ফল উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। এতে ধৈর্যধারণকারীদেরকে তিনি উত্তম প্রতিদান দেন এবং অসহিষ্ণু, তাড়াহুড়াকারী এবং নৈরাশ্যবাদীদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। এজন্যই তিনি বলেনঃ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

‘আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো।’ কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, অত্র আয়াতে ‘ভয়’ দ্বারা মহান আল্লাহ্র ভয় এবং ‘ক্ষুধা’ দ্বারা সাওম উদ্দেশ্য। আর ‘কিছু ধনমালের ঘাটতি’ দ্বারা যাকাত উদ্দেশ্য। ‘কিছু প্রাণের হ্রাস’ দ্বারা রোগ এবং ‘ ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি’ দ্বারা সন্তান-সন্ততির ক্ষতি উদ্দেশ্য। তবে এ সব উক্তি গুলোতে গবেষণার প্রয়োজন আছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

বিপদাপদে ‘আমরা মহান আল্লাহ্রই ওপর নির্ভরশীল’ বলার উপকারিতা

অতঃপর মহান আল্লাহ সেই ধৈর্যশীল লোকদের পরিচয় বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এসব লোক তারাই যারা সঙ্কীর্ণতা ও বিপদের সময় إِنَّلِلهِ পড়ে থাকে এবং এ কথার দ্বারা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেয় যে, সেটা মহান আল্লাহ্রই অধিকার রয়েছে। বান্দার এই উক্তির কারণে তার ওপর মহান আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়, সে শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করে এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়।

আমীরুল মু’ মিনীন ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ ‘সম্মানের দু’ টি জিনিস صَلَوَت ও رَحْمَةٌ এবং একটি মধ্যেবর্তী জিনিস রয়েছে অর্থাৎ ‘হিদায়াত’ এগুলি ধৈর্যশীলরা লাভ করে থাকে।’ মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বলেনঃ ‘একবার আমার স্বামী আবূ সালামাহ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আমার নিকট আসেন এবং অত্যন্ত খুশী মনে বলেনঃ ‘আজ আমি এমন একটি হাদীস শুনেছি যা শুনে আমি খুবই খুশী হয়েছি।’ ঐ হাদীসটি এই যে, যখন কোন মুসলিমের ওপর কোন কষ্ট ও বিপদ পৌঁছে এবং সে নিম্নের দু ‘আটি পাঠ করে তখন মহান আল্লাহ তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকে।

اللّٰهُمَّ أْجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

‘হে মহান আল্লাহ! আমাকে মুসীবতের সময় ধৈর্য ধরার শক্তি দাও এবং এর পরিবর্তে উত্তম কিছু দান করো। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি এই দু ‘আটি মুখস্ত করে নেই। অতঃপর আবূ সালামাহ্ (রাঃ)-এর ইন্তিকাল হলে আমি إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করি এবং এই দু ‘আটি পড়ে নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, আবূ সালামাহ্ (রাঃ) অপেক্ষা আর ভালো লোক আমি কাকে পাবো?

আমার ‘ইদ্দত’ অতিক্রান্ত হলে একদিন আমি আমার একটি চামড়ায় রং করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চান। আমি চামড়াটি রেখে হাত ধুইয়ে নেই এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঘরের ভিতরে আসার জন্য বলি। তাঁকে একটি নরম আসনে বসতে দেই। তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে আমি বললামঃ হে মহান আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটাতো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু প্রথমত আমি একজন লজ্জাবতি নারী। না জানি হয়তো আপনার স্বভাবের উল্টা কোন কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় এবং এ কারণে মহান আল্লাহ্র নিকট আমার শাস্তি হয় নাকি! দ্বিতীয়তঃ আমি একজন বয়স্কা নারী। তৃতীয়তঃ আমার ছেলে মেয়ে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ‘দেখো! মহান আল্লাহ তোমার এ লজ্জা দূর করে দিবে। আর আমার বয়সও তো কম নয় এবং তোমার ছেলে মেয়েও যেন আমারই ছেলে মেয়ে। আমি এ কথা শুনে বললামঃ ‘হে মহান আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।’ অতঃপর মহান আল্লাহ্র নবীর সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহ সেই দু ‘আর বরকতে আমার পূর্ব স্বামী অপেক্ষা উত্তম স্বামী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ ৪/২৭, ২৮, ৬/৩১৩, ৩১৭, ৬/৩২০, ৩২১, সহীহ মুসলিম ২/৬৩৩) সুতরাং সমুদয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য। সহীহ মুসলিমের মধ্যেও এই হাদীসেটি ভিন্ন শব্দে এসেছে আর তা হলোঃ

"ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها -وقال عباد :قدم عهدها -فيحدث لذلك استرجاعا، إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب".

কোন বান্দা বিপদগ্রস্ত হয়ে নীচের দু ‘আটি পড়লে মহান আল্লাহ তাকে বিপদেও পরস্কৃত করবেন এবং পূর্বের উত্তম প্রতিনিধি দান করবেন। অতঃপর আবূ সালামাহ মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ মুতাবিক আমি উক্ত দু ‘আটির ‘আমল করি ফলে মহান আল্লাহ আবূ সালামার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দান করেন। (সহীহ মুসলিম-২/৪/৬৩২, ৬৩৩, মুসনাদে আহমাদ-৬/৩০৯)

মুসনাদে আহমাদের মধ্যে ‘আলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها -وقال عباد :قدم عهدها -فيحدث لذلك استرجاعا، إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب".

‘যখন কোন মুসলমানকে বিপদে ঘিরে ফেলে,এর ওপর যদি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অতঃপর আবার তার স্মরণ হয় এবং সে পুনরায় ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে তবে বিপদে ধৈর্য ধারণের সময় যে পুণ্য সে লাভ করে ছিলো ঐ পুণ্য এখনও সে লাভ করবে।

সুনান ইবনে মাজার মধ্যে আবূ সিনান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি আমার একটি শিশুকে সমাধিস্থ করি। আমি তার কবরেই রয়েছি এমন সময়ে আবূ তালহা খাওলানী (রাঃ) আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে নেন এবং বলেনঃ আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিবো না? আমি বলি হ্যাঁ তিনি বলেনঃ আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা ‘আলা বলেনঃ

يا ملك الموت، قبضتَ ولد عبدي؟ قبضت قُرَّة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم .قال :فما قال؟ قال :حَمِدَك واسترجع، قال :ابنو له بيتًا في الجنة، وسمُّوه بيتَ الحمد".

হে মরণের ফেরেশতা! তুমি আমার বান্দার ছেলে, তার চক্ষুর জ্যোতি এবং কলিজার টুকরোকে ছিনিয়ে নিয়েছো? ফিরিশতা বলেন হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেনঃ তখন সে কি বলেছে? ফেরেশতা বলেনঃ সে আপনার প্রশংসা করছে এবং ইন্নালিল্লাহ পাঠ করছে। তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং তার নাম বায়তুল হামদ বা প্রশংসার ঘর রেখে দাও। (হাদীসটি হাসান। মুসনাদে আহমাদ-৪/৪১৫, জামি ‘ তিরমিযী-৩/৩৪১/১০২১, সহীহ ইবনে হিব্বান-৪/২৬২/২৯৩৭, সিলসিলাতু সহীহাহ-১৪০৮)

কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পরে সমষ্টিগতভাবেই পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবর-এর পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে। মূলত: মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ-বালা মুসিবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক। " [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯]

অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তবে পরীক্ষা যেন কেউ আল্লাহ্‌র কাছে কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা কামনা করাই মুমিনের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে বলতে শুনেছেন যে, “হে আল্লাহ্‌! আমাকে সবরের শক্তি দান কর। তখন তিনি বললেন, তুমি বিপদ কামনা করেছ, সুতরাং তুমি নিরাপত্তা চাও ” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১,২৩৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূল বললেন, এমন কোন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয় যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই” । [তিরমিযী: ২২৫৪]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন সময় মু’ মিনদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করবেন। কখনো শত্র “দের ভয়, কখনো ক্ষুধা অর্থাৎ অভাব-অনটন আবার কখনো ধন-সম্পদ ধ্বংস ও প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যু এবং বিভিন্ন ফল-ফসলাদী নষ্টের দ্বারা।

এটাই হল আল্লাহ তা ‘আলার রীতি। কেননা সবসময় যদি মু’ মিনরা সুখ-সাচ্ছন্দে থাকে তাহলে আল্লাহ তা ‘আলার স্মরণ থেকে গাফেল হয়েও যেতে পারে এবং নেয়ামতের মূল্যায়ন নাও করতে পারে। (وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ) “তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর” অর্থাৎ যারা এসব বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য সুসংবাদ। বিপদের শুরুতেই ধৈর্য ধরতে হবে, পরে ধৈর্য ধরলে এ সুসংবাদ প্রাপ্তদের শামিল নাও হতে পারে। কারণ হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ধৈর্য হলো বিপদের শুরুতেই। (সহীহ বুখারী হা: ১৩০২, সহীহ মুসলিম হা: ৯২৬) সুতরাং যারা বিপদ-আপদের শুরুতেই ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

‘মুসিবত বা বিপদ’ বলা হয় প্রত্যেক ঐ বিষয় যা মু’ মিনকে কষ্ট দেয়, তা শারীরিক বা মানসিক অথবা উভয়টা হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: একজন মু’ মিনকে কোন কষ্ট, ব্যথা, অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি আক্রান্ত করলে আল্লাহ তা ‘আলা তার বিনিময়ে গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সহীহ মুসলিম হা: ২৫৭৩) তবে সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো দীনের জন্য বিপদাপন্ন হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের কেউ মুসিবতে পতিত হলে আমার মসিবতের কথা যেন স্মরণ করে, কারণ এটা সবচেয়ে বড় মুসিবত। (সহীহুল জামে হা: ৩৪৭)

খাব্বাব ইবনু আরাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এমন এক সময় অভিযোগ করলাম যখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম: আমাদের জন্য কি সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের জন্য কি দু ‘আ করবেন না? তিনি বললেন, না। তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকেদের ধরে এনে জমিনে গর্ত করে তাতে পুঁতে দেয়া হত। অতঃপর তাদের মাথা বরাবর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হত। লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের গোশত হাড় থেকে পৃথক করা হত। কিন্তু এ নির্মম অত্যাচারও তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিরত করতে পারেনি। আল্লাহ তা ‘আলার কসম! এ দীন পূর্ণরূপে বিজয়ী হবে। এমন একদিন আসবে যখন কোন ভ্রমণকারী নির্বিঘেœ সানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে কিন্তু আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। আর মেষপালের জন্য বাঘের ভয় বাকি থাকবে। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছ। (সহীহ বুখারী হা: ৬৯৪৩)

সুতরাং যারা বিপদ-আপদে বলে-

(اِنَّا لِلهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ)

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: তাদের প্রতি রবের পক্ষ থেকে প্রশংসা ও রহমত। তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। হাদীসেও এসেছে যে, একজন মু’ মিন বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে দু ‘আ করবে:

إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

আমরা একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার জন্যই এবং তারই দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এ বিপদে সওয়াব দান করুন এবং এর পরিবর্তে উত্তম কিছু দান করুন। (সহীহ মুসলিম হা: ৯১৮)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদের জানে-মালে বিপদ-আপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন।

২. বিপদে ধৈর্য ধারণ করাই সফলতা।

৩. (إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

বলার নিয়ম ও ফযীলত জানলাম।

৪. আল্লাহ তা ‘আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণা ও দয়া করেন।

৫. পূর্ববর্তী উম্মাতের লোকেরা শত বিপদেও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।